স্বপ্নপূরণের ঠিকানা

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
ও
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

শেখ হাসিনার উপহার
একটি বাড়ি একটি খামার
বদলাবে দিন তোমার আমার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনার
বিশেষ উদ্যোগ-১

২০২১ সালের মধ্যে
ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত
মধ্যম আয়ের ও
২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশ
গড়ার প্রত্যয়ে...

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ভবন (লেভেল-১২)
৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৩৫৯০৮৩, ফ্যাক্স: ৯৩৪৮২০৬, ওয়েবসাইট: www.ebek-rdcd.gov.bd
ইমেইল: headoffice@ ebek-rdcd.gov.bd

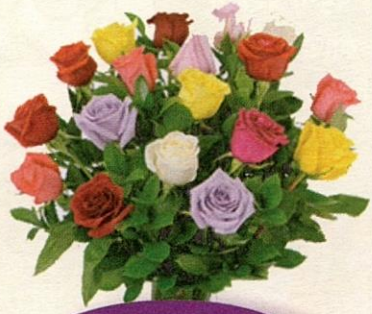

-উৎসর্গ-

দরিদ্রবান্ধব মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'কে-
যিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
দারিদ্র্যমুক্তির অসমাপ্ত ইচ্ছাপূরণে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে
নিরলস কাজ করছেন।

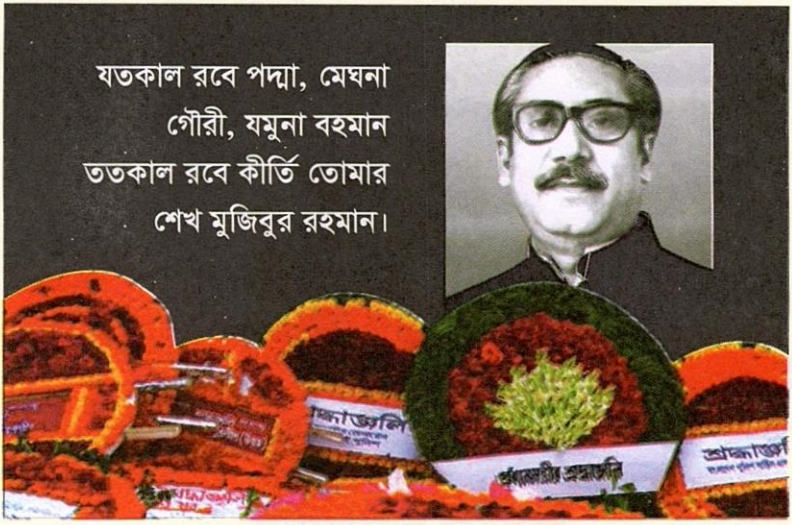

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এদেশের গ্রামীণ এক কৃষক পরিবারে ১৯২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়। তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষালাভও ঘটে এই গ্রামীণ পরিবেশে। তার ফলে এদেশের জনমানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট আর সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর আশৈশব পরিচয় ঘটেছিল। আর এসব দুঃখ-কষ্ট ঘুচিয়ে এক সমৃদ্ধশালী 'সোনার বাংলা' গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতা উত্তর রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পরে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রচিত সংবিধানে বলা হয়ঃ রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হবে- "মেহনতী মানুষকে- কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে" সব রকম শোষণের হাত থেকে মুক্তি দান করা এবং "অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের চাহিদা" সুনিশ্চিতকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-'৭৮) প্রণয়ন ও চালু করা হয়। এই পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহের মধ্যেও অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল 'দারিদ্র্য দূরীকরণ'।

(বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও সংগ্রাম বইয়ের 'মানুষের বন্ধু ও বঙ্গবন্ধু - আবদুল্লাহ আল-মুতী')

আমরা শত্রুকে মোকাবেলা করে, যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছি। এখন আমাদের যে যুদ্ধ সেটা হচ্ছে- দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশকে আমরা দারিদ্র্যমুক্ত করতে চাই। কাজেই আমাদের এখন সবচেয়ে প্রধান শত্রু হচ্ছে দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়াই করতে হবে অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

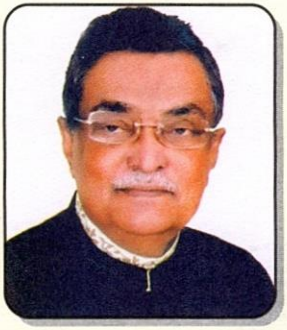

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম.পি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' ও 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের অন্যতম একটি উদ্যোগ - যা শুধু দরিদ্র মানুষের জন্য নিবেদিত। এ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রামের দরিদ্র মানুষদের সংগঠিত করে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। তাঁদের সঞ্চয়ের সাথে সরকার হতে সমপরিমাণ সঞ্চয় (মাসে ২০০ টাকা করে ২৪ মাস) অনুদান আকারে প্রদান করে দরিদ্র মানুষদের জন্য স্থায়ী তহবিল গড়ে দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া ৬০ জন দরিদ্র মানুষের (যার মধ্যে ৪০ জন মহিলা ২০ জন পুরুষ) সমিতিকে ২ বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল অনুদান আকারে প্রদান করা হচ্ছে। ৬০ জন দরিদ্র মানুষের সঞ্চয় ও সরকারি অনুদান মিলে তাঁদের জন্য প্রায় ৯.০০ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল গঠিত হচ্ছে-যা বিশ্বের মধ্যে এই প্রথমবারের মত দরিদ্র মানুষকে নিজেদের তহবিল হতে ঋণ নিয়ে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগের সুযোগ করে দিচ্ছে। তাদেরকে আর অধিক সুদে ঋণের জন্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে যেতে হচ্ছে না। মমতাময়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ এ মানবিক উদ্যোগের কারণে দরিদ্র মানুষ আজ নিজেদের তহবিল ব্যবহার করে স্বাবলম্বী হবার সুযোগ পাচ্ছেন। এটি দরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে গৃহীত অনন্য একটি উদ্যোগ।

ইতোমধ্যে দেশে এ পর্যন্ত ৭৯ হাজার সমিতি গঠিত হয়েছে - যার সদস্য ৩৭.৯৩ লক্ষ দরিদ্র পরিবার। তাঁদের তহবিলের পরিমাণ ৪,৯৭৭ কোটি টাকা। এর পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে সারাদেশের ৫৪.৫৯ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এ বিশেষ উদ্যোগের আওতায় আনা হবে। দরিদ্র মানুষের জন্য গঠিত এ তহবিলের সফল ব্যবহার জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে আমাদের সামনে এক অনন্য সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র গৃহীত এ বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আসুন, আমরা সকলে মিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে গঠিত বিপুল পরিমাণ তহবিল দরিদ্র মানুষের জীবিকাভিত্তিক আয়বর্ধক খামার সৃজনের কাজে বিনিয়োগে সহায়তা করি এবং নির্ধারিত সময়ে বিনিয়োগকৃত অর্থ সমিতির তহবিলে ফেরত দিয়ে পুনরায় ঋণ নিতে উৎসাহ যোগাই।

'৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮' উপলক্ষ্যে প্রকল্পের সাফল্যগাঁথা নিয়ে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প হতে পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

উন্নত ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০ টি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে ১ নম্বর উদ্যোগ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প। দেশব্যাপি বিস্তৃত এ কর্মকাণ্ড দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। শুধু দারিদ্র্য বিমোচন'ই নয়, তাদের নিজস্ব তহবিল ব্যবস্থায় গড়ে উঠা এ 'ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল' ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বেশ প্রশংসিত হয়েছে। বিদেশীরা এসে এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ধারণাপ্রসূত এ বিশেষ উদ্যোগ জাতীয় উন্নয়নে যে অবদান রাখতে শুরু করেছে তা বজায় রেখে অগ্রযাত্রা তরান্বিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। অশিক্ষা, অদক্ষ আর কর্মহীনতার গ্লানি বয়ে বেড়ানো দরিদ্র মানুষ সুযোগ পেলেই যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্মবীরের প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয় তা ২৬ লক্ষ আয়বর্ধক খামার সৃজনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। বিশাল জনসংখ্যার ক্ষুদ্রায়তনের ভূ-ভাগে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মধ্য দিয়ে জনসংখ্যাকে আমরা সম্পদ হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছি। এরই ধারবাহিকতায় জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন আজ দৃশ্যমান।

লাগসই এ মহতী উদ্যোগকে টেকসই করার জন্য সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেই আশা করছি। বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হতে স্বাবলম্বীতা অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনকারী সকলকে আমার এবং সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি)

এস. এম. গোলাম ফারুক
সিনিয়র সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন-প্রসূত বিশ্বের অনন্য ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের সাফল্যগাঁথা নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ-১ 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো প্রতিটি পরিবারের মানব ও স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। দরিদ্র মানুষকে ক্ষুদ্র ঋণের অতি উচ্চ সুদের দুষ্ট চক্র হতে মুক্তি দান করে 'ক্ষুদ্র সঞ্চয়' মডেলের মাধ্যমে তাঁদের জন্য স্থায়ী তহবিল গঠনের এ মহতী উদ্যোগ বিশ্বে এই প্রথম। প্রতিটি গ্রামে ৬০ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত গ্রাম সংগঠনের সকল সদস্যের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সাথে সরকারি অনুদান যুক্ত হয়ে স্থায়ী তহবিল তৈরি হচ্ছে। সমিতিগুলোর মোট তহবিলের পরিমাণ ৪৯৭৭ কোটি টাকা, যার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে ৭৯ হাজার গ্রাম সমিতি গঠিত হয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা ৩৭.৯৩ লক্ষ পরিবার এবং ৬৬% সদস্য নারী। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে ৫৪.৫৯ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এ বিশেষ উদ্যোগের আওতায় আনয়ন করা হবে। সমিতির স্থায়ী তহবিল গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ হচ্ছে যা দারিদ্র্য দূরীকরণের সাথে সাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পের সাফল্যগাঁথা সম্বলিত এ পুস্তিকার তথ্যাবলি প্রকল্পের কার্যাবলির সঠিক তথ্য জনগণকে অবহিত করবে। ফলে সাধারণ মানুষসহ এ প্রকল্পের সকল সদস্যরা প্রকাশিত সাফল্যগাঁথায় উৎসাহিত হয়ে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরও বেশি অবদান রাখতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ-১ 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

এস এম গোলাম ফারুক

আকবর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ সচিব)
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

ভূমিকা

"এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদী থাকবে না, সবই উৎপাদনমুখী করতে হবে।" গ্রামেই সিংহভাগ মানুষের বসবাস, তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের প্রতিটি ভিটে-মাটিকে একেকটি খামারে রূপান্তরের যে দর্শন দিয়েছেন তারই দৃশ্যমান বাস্তবায়ন একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প।

২০০৯ সালে সীমিত কলেবরে প্রকল্পের যাত্রা শুরু হলেও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর সারা দেশের প্রতিটি গ্রামে এর কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তিকালে সর্বোচ্চ মুনাফাভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের অর্থ প্রবাহ দরিদ্র মানুষকে খেয়েপরে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগ করে দিলেও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার দিকে এগুতে পারেনি। ঋণ নেয়া-দেয়ার ডামাডোলে দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের চাকা ঘুরে ফিরে সেই পাঁকেই আটকে ছিল। নিজস্ব পুঁজি সংকট আর সামাজিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারছিলেন না, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীরভাবে উপলব্ধি করে একান্তই নিজস্ব ধারণা থেকে উদ্ভাবিত 'ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল' একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নের রূপকল্প প্রণয়ন করেন। এই মডেল প্রকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের মধ্যদিয়ে এর সেবাধর্মী ইতিবাচক প্রায়োগিক সম্ভাব্যতা সুনিশ্চিত হলে প্রকল্পের স্থায়িত্বের বিষয়টি সামনে চলে আসে। মাননীয় শেখ হাসিনার দূরদর্শী ভাবনার জালে আটকে গেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে গড়ে উঠা নিজস্ব পুঁজি নির্ভর এ উৎপাদনমুখি বিনিয়োগ ব্যবস্থা। সৃষ্টি করলেন কর্মমুখি আয়বর্ধক উৎপাদন, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন, নিজস্ব পুঁজি ব্যবস্থাপনার সহজ শর্তে অর্থ সরবরাহ এবং টেকসই অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ার লক্ষ্যে এক স্থায়ী বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান "পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক"।

দেশের সামগ্রিক অগ্রযাত্রা তরান্বিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত ১০টি বিশেষ কর্মোদ্যগের মধ্যে এক নম্বর উদ্যোগ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প। যার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দারিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী কর্ম সৃজনের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে। উদ্দেশ্য- প্রতিটি বাড়িকে একেকটি উৎপাদনমুখি খামারে পরিণত করা। এ কর্মযজ্ঞ পরিচালনার মূল অণুসঙ্গ অর্থ সরবরাহের সুষ্ঠু, ব্যতিক্রমী এবং দরিদ্রবান্ধব ব্যবস্থাপনায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় সারা দেশের ৭৯ হাজারটি

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে ৩৭৯৩৪৯৩ টি সদস্য পরিবার সরাসরি প্রকল্পভুক্ত হয়েছেন,যার মাধ্যমে ০১ কোটি ৮৫ লক্ষ মানুষ প্রকল্পের সেবা গ্রহণ করছেন। সদস্যদের ১৪৪২ কোটি নিজস্ব পুঞ্জীভূত টাকার সাথে ১২২৭ কোটি টাকা সরকারি কল্যাণ অনুদান ও ২১০৮ কোটি টাকা আবর্তক তহবিল মিলে ৪৯৭৭ কোটি টাকার এক বিনিয়োগযোগ্য তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। এ তহবিল ব্যবস্থাপনায় উপকারভোগী সদস্যগণ আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসৃজনে ৫৩২৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। যার মাধ্যমে ২৬ লক্ষ ২৯ হাজার ১৬৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র খামার সৃজন হয়েছে।

প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদনমুখি আত্মকর্মসংস্থান, নারী স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের হাত ধরে পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সামাজিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার সক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে টেকসই দারিদ্র্যবিমোচনের লাগসই উদ্যোগ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রকল্পের এ অনন্য উদ্যোগের ধারাবাহিকতা রক্ষার মধ্যদিয়ে স্থায়ীভাবে সহায়তা প্রদানের রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত সিদ্ধান্তের বদৌলতে সৃষ্ট পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রম এখন দেশের সকল উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এবং ৪৯ শতাংশ উপকারভোগী সদস্য মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক শুধুই আর্থিক লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সম্মানিত সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণন ব্যবস্থায় সহযোগিতার জন্য পল্লী বাজার ডট কম নামে ই-কমার্স সার্ভিস এবং দ্রুততর সময়ে স্বচ্ছতার সাথে লেনদেনের জন্য এজেন্ট ব্যাংকিং এবং মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা দেওয়ার জন্য 'পল্লী লেনদেন' নামে একটি সেবা পোর্টাল চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের পিছিয়ে থাকা ৪ কোটি মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের টেকসই ভিত বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

ক্রমাগতভাবে সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রকল্পের এ কার্যক্রম দেশের দারিদ্র্যবিমোচনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সকল দরিদ্র মানুষকে এর আওতাভুক্ত করে একই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবাদান অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। নিজস্ব এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণ সহায়তায় গড়ে উঠা তহবিল ক্রমাগত আয়বর্ধক কাজে ব্যাবহারে স্ফীত হতে থাকবে এবং সাথে দারিদ্র্য হ্রাসের পথ পরিক্রমায় স্থায়ী স্বাবলম্বিতার দিকে এগিয়ে যাবে আজকের অমিত সম্ভাবনাময় শক্তিধর আত্মপ্রত্যয়ী সংগ্রামী মানুষগুলো।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন প্রতিপালনে মমতাময়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত এ মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা রূপকল্প ২০২১ সালে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সমর্থ হবো ইন্‌শাআল্লাহ।

আকবর হোসেন

ড. মিহির কান্তি মজুমদার
চেয়ারম্যান
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ঃ
একটি বাড়ি একটি খামার দর্শন বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব

পৃথিবীর কর্কটক্রান্তি এবং মকরক্রান্তি রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চল Mega-biodiverse অঞ্চল নামে পরিচিত। এ অঞ্চলের ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র অনেক বেশী সমৃদ্ধ। বাংলাদেশ এ অঞ্চলে অবস্থিত। তাছাড়া, বাংলাদেশে জনপ্রতি গড় মিষ্টি পানির প্রাপ্যতা পৃথিবীর জনপ্রতি গড় মিষ্টি পানির প্রাপ্যতার চেয়ে তিনগুণ বেশী। সে কারণে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইকোসিস্টেম এবং জীববৈচিত্র আরও বেশী সমৃদ্ধ। ইকোসিস্টেম সমৃদ্ধ থাকলে কৃষির বিভিন্ন সেক্টর যথা- কৃষি, মৎস্য-চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি প্রাণি পালন, ফলচাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদনের সুযোগ অনেক বেশী।

বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি অত্যন্ত জনঘনত্বের দেশ। পৃথিবীতে সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসেবে চীন ও ভারত অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু বাংলাদেশে প্রতি কিলোমিটারে ভারতের থেকে ৩ গুণ এবং চীনের থেকে ৮ গুণ বেশী লোক বাস করে। কাজেই, জনপ্রতি অত্যন্ত কম ভূমি থাকায় দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমির ব্যবহার এবং আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে এ ভূমিতে উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ দেশে পল্লী অঞ্চলে এখনও প্রায় ৭০ ভাগ লোক বাস করে এবং সেখানে অধিকাংশ লোকের বসতভিটা আছে। পল্লী অঞ্চলে প্রত্যেক বাড়িকে আধুনিক কৃষিখামার সৃষ্টি করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং পল্লী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুযোগ থাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে দেশব্যাপী একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং সে অনুযায়ী একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের কারণে কর্মসূচির ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় এবং পুণরায় তা ২০০৯ সালে শুরু হয়। বসত বাড়িতে কৃষির বিভিন্ন সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাতিসংঘ ২০১৪ সালকে ``World Family Farming Year'' ঘোষণা করে। অথচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী এ কর্মসূচি শুরু করেছেন ১৯৯৮ সালে অর্থাৎ ১৬ বছর পূর্বে।

একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচির মূল উপাদান হচ্ছে মাইক্রোসেভিংস তথা পল্লী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা তৈরী, কৃষির বিভিন্ন সেক্টরে দক্ষতা উন্নয়ন

এবং প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বল্প সুদে উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান, মৌসুমী ঋণ প্রদান, উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ, ডিজিটাল সেবার সম্প্রসারণ, অনিবাসী ভূমি মালিকের ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবহার, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সার্বিক পল্লী উন্নয়ন। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প এ উপাদান নিয়েই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনামত একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃজনে সক্ষম হয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে সকল গ্রামে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের দাবী থাকায় ১ লক্ষ সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০২০ সালের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।

প্রকল্পের মেয়াদ শেষে একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি অব্যাহত রাখা এবং সম্প্রসারণের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২২ জুন ২০১৬ তারিখ ১০০টি শাখার শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রত্যেকটি উপজেলায় ১টি শাখা হিসেবে ৪৮৫টি উপজেলায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শাখা আছে। অনলাইন রিয়াল টাইম ব্যাংকিং তথা ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে এ ব্যাংকের সকল লেনদেন সম্পন্ন হয়। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন, ২০১৬ এর পূর্বে গঠিত ৪০২১৫টি সমিতির সদস্যবৃন্দ এখন পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের লেনদেন সম্পন্ন করছেন। পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের সকল সমিতি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত হবে।

একটি বাড়ি একটি খামার শুধু প্রকল্প বা কর্মসূচি নয়। এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি দর্শন। এ দর্শন যেমন পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি, সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধি, কৃষির বিভিন্ন সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ দারিদ্র্য মুক্তি ও উন্নয়নের দর্শন। তেমনি প্রকৃতি ও ইকোসিস্টেম বা প্রতিবেশ সংরক্ষণের দর্শন। প্রকৃতি বা ইকোসিস্টেম এবং ইকোসিস্টেমগত সেবা ব্যবহার করে আমরা উৎপাদন করি। কিন্তু ইকোসিস্টেম বেশী ব্যবহার করা হলে বা প্রকৃতি থেকে বেশী সম্পদ আহরণ করলে প্রকৃতি পুনর্ভরণ ক্ষমতা হারায়। ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। কাজেই, প্রকৃতি ও ইকোসিস্টেম নির্ভর জনগণের সমন্বয়ে অঞ্চলভিত্তিক হাওড় সংরক্ষণ সমিতি, বন সংরক্ষণ সমিতি, প্রকৃতি ও পাখি সংরক্ষণ সমিতি, ইলিশ সংরক্ষণ সমিতি গঠন করে সংশ্লিষ্ট জনগণের জীবিকা উন্নয়নের পাশাপাশি প্রকৃতি ও ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ কাজ করছে একটি বাড়ি একটি খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। সাথে আছে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্তির কার্যক্রম। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে এ দেশের স্বাধীনতা। সর্বোচ্চ ত্যাগ ও রক্তাক্ত যুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তির মত পেশা থাকা একটি জাতীয় লজ্জা। এ জাতীয় লজ্জা থেকে মুক্তির জন্য বিগত বছরে প্রায় ৪০ হাজার ভিক্ষুককে একটি বাড়ি একটি খামার সমিতির মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। একটি বাড়ি একটি খামার একইসঙ্গে পল্লী উন্নয়নের দর্শন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই একটি বাড়ি একটি খামার ও পল্লী উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বদ্ধ পরিকর।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রচলিত উচ্চ সুদের ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত 'ক্ষুদ্র সঞ্চয়' মডেল অনুসরণে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী তহবিল সৃজন এবং ঐ তহবিল হতে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

১. সারাদেশের ৫৪.৫৯ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় আনা;

২. প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক একটি বাড়ি একটি খামার সমিতি গঠন। যার সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০ হতে সর্বাধিক ৬০টি দরিদ্র পরিবার। সদস্যদের ৬৬% মহিলা;

৩. দরিদ্র সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান। মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা সঞ্চয় করলে প্রকল্প হতে সমিতির তহবিল গঠনের জন্য সঞ্চয়ের বিপরীতে মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদান প্রদান করা। এভাবে ২৪ মাস পর্যন্ত প্রদান করা;

৪. ৬০ জন দরিদ্র মানুষের সমিতিতে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রকল্প হতে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে ২ বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা। তবে সদস্য সংখ্যা কম হলে আনুপাতিক হারে প্রদেয়;

৫. এভাবে ৬০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সমিতির স্থায়ী তহবিল ২ বছরে প্রায় ৯.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা;

৬. সকল অর্থ এবং আর্থিক লেন-দেন প্রকল্পের অনলাইন ব্যাংকিং সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ পূর্বক এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

৭. প্রতি সমিতি হতে গড়পড়তা ৫ জন সদস্যকে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন আয়সৃজন কাজে ৩-৫ দিনের দক্ষতা উন্নয়ন আবাসিক/অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৮. সমিতির তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত সদস্যদের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রহণ এবং সঠিক সময়ে ঋণ আদায়ে সমিতিকে সক্ষম করে গড়ে তোলা;

৯. সমিতির স্থায়ী তহবিল উহার সদস্যদের মধ্যে স্থায়ী ও ঘূর্ণায়মানভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১০. দেশের প্রতিটি বাড়িকে পর্যায়ক্রমে পারিবারিক কৃষি খামারে পরিণত করা;

১১. যে সকল সদস্য সমিতির তহবিল হতে বিনিয়োগ করে সফল হবেন এবং নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করবেন, তাদেরকে মাত্র ৫% সেবামূল্যে ৫০ হাজার হতে ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া;

১২. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে অফিস কাম মার্কেটিং সেন্টার নির্মাণ। সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের অনলাইন মার্কেটিং এর সুযোগ তৈরি করা;

১৩. সমিতির তহবিল স্থায়ীভাবে লেনদেন এবং সদস্যদের আয়বর্ধক কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

(২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত)

- সমিতি গঠন- ৭৯ হাজার
- উপকারভোগী সদস্য পরিবার - ৩৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৯৩ টি
- মহিলা সদস্য - ২৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৯৯৫ জন এবং পুরুষ - ১২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৯৮ জন
- নিজস্ব জমাকৃত সঞ্চয়- ১৪৪১ কোটি ৬০ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা
- প্রকল্পের প্রদানকৃত কল্যাণ অনুদান- ১২২৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা
- প্রকল্পের প্রদানকৃত ঘূর্ণায়মান তহবিল- ২১০৮ কোটি ৩৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা
- আয়বর্ধক প্রকল্পের সংখ্যা- ২৬ লক্ষ ২৯ হাজার ১৬৫ টি
- প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ - ৫৩২৪ কোটি ০৭ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা
- মোট তহবিল- ৪৯৭৭ কোটি ১৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা
- ইতোমধ্যে ৪৮৫ টি উপজেলায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে
- ৪৩২ টি উপজেলায় প্রকল্পের স্থায়ী অনলাইন মার্কেটিং সেন্টার ও অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আগামী লক্ষ্যমাত্রা (জুন, ২০২০ পর্যন্ত) ঃ

- ০১ লক্ষ ভিক্ষুককে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা;
- গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন - ৯১ হাজার ৯২ টি;
- উপকারভোগী সদস্য পরিবার অন্তর্ভুক্তি - ৫৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬০০ টি;
- নিজস্ব জমাকৃত সঞ্চয়- ২৪৩৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা
- প্রকল্পের প্রদানকৃত কল্যাণ অনুদান- ২৪৩৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা
- প্রকল্পের প্রদানকৃত ঘূর্ণায়মান তহবিল- ২৯৯৯ কোটি ২১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা
- সম্ভাব্য গঠিত মোট তহবিলের পরিমাণ -৭৮৬৬ কোটি ৯৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা
- সকল সদস্য পরিবারের আয়বর্ধক জীবিকাভিত্তিক খামার সৃষ্টি
- উপকারভোগী সদস্যদের পেশাভিত্তিক কর্মমুখি প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- সামাজিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পরিবারে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা।

৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় গঠিত সমিতি এবং উহার সম্পদ যা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়েছে ঃ

স্থানান্তরিত সমিতির সংখ্যা	ঃ ৪০২১৬টি
সদস্য সংখ্যা	ঃ ২২.০২ লক্ষ জন
সদস্য সঞ্চয়	ঃ ১১৫১.২৩ কোটি টাকা
সঞ্চয়ের বিপরীতে কল্যাণ অনুদান	ঃ ৮৯০.১২ কোটি টাকা
সমিতির ঘূর্ণায়মান তহবিল	ঃ ১২৩৩.৮৭ কোটি টাকা
সমিতিসমূহের সার্ভিস চার্জ	ঃ ১৭০.৭৫ কোটি টাকা
সম্পদের মূল্য আদায়/ডোনেশন ইত্যাদি	ঃ ৫৭.৫১ কোটি টাকা
মোট স্থানান্তরিত সম্পদের পরিমাণ	ঃ ৩৫০৩.৫০ কোটি টাকা

প্রকল্পের অন্যতম সফলতা : পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও পরিবেশ সংরক্ষণ;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন ২০২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ প্রকল্প নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পে-

১. সকল আর্থিক লেনদেন নিজস্ব সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে ফলে কাগজের ব্যবহার কম হওয়ার পাশাপাশি হিসাবের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হচ্ছে;

২. প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪৯০ টি উপজেলা ও ৬৪টি জেলা অফিসে সকল ধরণের যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইল, মোবাইল এসএমএস এবং প্রকল্পের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে চিঠিপত্র প্রদান করা হচ্ছে;

৩. উপজেলা ও জেলা কার্যালয় হতে সকল ধরণের রিপোর্ট/রিটার্ন প্রকল্পের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে;

৪. প্রকল্পের আওতায় সকল আর্থিক লেনদেন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবস্থা ব্যবহারের ফলে প্রকল্প অফিস একটি পেপারলেস অফিসে পরিণত হয়েছে এবং প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ কাগজ ব্যবহার পরিহার করা সম্ভব হচ্ছে যা প্রত্যক্ষভাবে কার্বন নির্গমন কমিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে;

৫. সার্বিকভাবে বিষয়গুলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে।

স্বাবলম্বিতা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সক্ষমতাই নারীর ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করে

"অর্থ উপার্জনের ভিত্তিটা গড়ে তুলতে পারার কারণে পরিবারের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে তাকে স্বামীর মুখাপেক্ষী হতে হয় না। তাছাড়া পরিবারের যে কোন কাজে তার সিদ্ধান্ত এখন বেশ গুরুত্বের সাথেই বিবেচনা করেন স্বামী"

দরিদ্র কৃষক মোফাজ্জল হোসেনের স্ত্রী হোসনে আরা বেগম। গাজীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন পিরুজালী ইউনিয়নের বাসিন্দা হোসনে আরা । অভাব-অনটনের মধ্যে চলমান জীবনে দু'মুঠো ভাত ছাড়া সচ্ছলতা বলতে আর কিছুই ভোগ করতে পারেনি। একই এলাকায় পৈত্রিক নিবাস তাঁর। বাবা-মা'র পরিবারের চরম অসচ্ছলতা থেকে একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার আশাটুকুই ধারণ করে পথ চলছেন হোসনে আরা। অর্থাভাবে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার পর পাঠ চুকিয়ে খেলাধুলার বয়সেই বিয়ের পিড়িতে

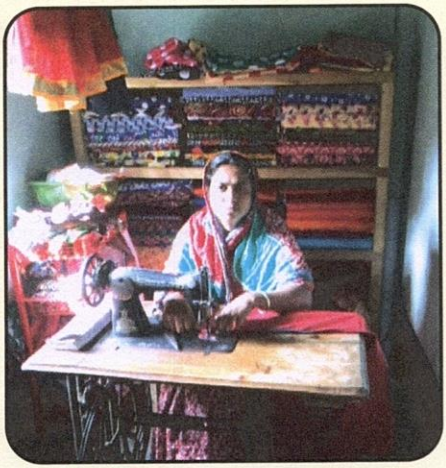

সেলাই মেশিনে কাজ করছেন হোসনে আরা

বসতে হয় তাকে। এক এক করে ৩ সন্তানের জন্ম দিয়ে সংসারের কলেবর বৃদ্ধি হলেও আয়ের ক্ষেত্রটা সীমিতই থেকে যায়, ফলে অনটন বৃদ্ধি পায় সংসারে। এরই মধ্যে স্থানীয় এক উদ্যোগে সাড়া দিয়ে হোসনে আরা সেলাই কাজ শিখে গেলেন। প্রশিক্ষণ নিয়েই মনে মনে নিজের স্বাধীন সত্ত্বার বিকাশ ঘটানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন তিনি। এরই মধ্যে মোক্ষম সুযোগটাও জুটে যায়। ২০১৩ সালের শুরুতে নিজ গ্রাম মধ্যপাড়ায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প কাজ শুরু করলে তিনি ১ জানুয়ারি ২০১৩ মধ্যপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। সমিতিতে অন্তর্ভুক্তির পরে নিয়ম মোতাবেক মাসিক ২০০ টাকা করে সঞ্চয় জমা করেন এবং এক পর্যায়ে সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রাপ্ত কল্যাণ অনুদান এবং আবর্তক তহবিল মিলে গঠিত তহবিল হতে প্রথম দফায় ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে উপার্জনের কাজে হাত লাগান। অন্যের জামাকাপড় সেলাই করে মজুরী বাবদ উপার্জিত টাকা দিয়েই তিনি ঋণ পরিশোধ করেন।

দ্বিতীয় বারে ২০ হাজার টাকা নিয়ে তিনি কাপড় তোলেন এবং ব্যবসা প্রসারিত করেন। কাপড়ের লাভ এবং মজুরি মিলে বেশ ভালই উপার্জন হচ্ছে হোসনে আরার। তার এখন মাসিক আয় ১০/১৫ হাজার টাকা, যা বিভিন্ন উৎসব মৌসুমে আরো বৃদ্ধি পায়। ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার মধ্য দিয়েই নিজের পড়ালেখার অসম্পূর্ণ স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করতে চান হোসনে আরা। স্বামীর কৃষিকাজ এবং নিজের উপার্জন এখন তাকে সচ্ছলতার পথে নিয়ে এসেছে। অর্থ উপার্জনের ভিত্তিটা গড়ে তুলতে পারার কারণে পরিবারের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে তাকে স্বামীর মুখাপেক্ষী হতে হয় না। তাছাড়া পরিবারের যে কোন কাজে তার সিদ্ধান্ত এখন বেশ গুরুত্বের সাথেই বিবেচনা করেন স্বামী। এটা হোসনে আরার এক গর্বের অনুভূতি। হোসনে আরা জানান, "একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে, সংসারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে, মেয়েরা পড়ালেখা করছে।" হোসনে আরা এখন মধ্যপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির একজন অনুকরণীয় আদর্শ সদস্য। বড় মেয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ছে, মেঝোটা ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে, এবং ছোট মেয়ে ১ম শ্রেণিতে পড়ছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতা বলতে তিনি তার পরিবার পরিচালনার মধ্য দিয়ে সবটুকুই ভোগ করছেন। তিনি নিজের সমিতি ছাড়াও গ্রামে আরো একটি সমিতি গঠন করে দিয়েছেন। সমিতির সদস্যরা তাকে নিয়ে এখন গর্ব করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের উপকারভোগী নারী সদস্যগণের সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন এখন দৃশ্যমান।

উপজেলা সমন্বয়কারী
গাজীপুর সদর উপজেলা
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার সহকর্মীদের

-ঃ অভিনন্দন ঃ-

কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সহকর্মীগণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দিয়ে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে প্রশংসনীয় সফলতা অর্জন করেছেন। প্রকল্পের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বিতভাবে সমিতি গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, সঞ্চয় ও ঋণ আদায়ের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে শতভাগ সমিতি গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তি এবং সঞ্চয় আদায়সহ ৩য় সংশোধনী সময়ে ৮৮ লক্ষ টাকা বিতরণকৃত ঋণের আদায়যোগ্য ২১.৮০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৩.৪০ লক্ষ টাকা আদায় করে নিজেদের সফল কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । প্রশংসনীয় এ সাফল্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের সকল সহকর্মী এবং এর কর্মব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট

কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সহকর্মীবৃন্দ

ইউএনও, আরডিও, ডিডি- বিআরডিবি, এডিসি, ডিসি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং উপকারভোগী সদস্যসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আশা করি, আপনাদের সদিচ্ছা এবং আন্তরিক কর্মোদ্যগে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুধা-দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যপূরণে আমরা সমর্থ হবো। যা অত্র প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সহকর্মীদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে অনুপ্রাণিত করবে এবং উৎসাহ যোগাবে।

প্রকল্প পরিচালক
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

শিম চাষে সফলতা পেয়েছেন কাশেম

"উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজারমূল্য পেলে দেড়গুণ লাভ হতো। বাজারে সবজি নিয়ে গেলে সবজি পাইকাররা সিন্ডিকেট করে ইচ্ছেমতো দাম দেয়; আমাদের কিছু করার থাকেনা। তাই সমিতি বা প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের উৎপাদিত ফসলাদি বিক্রি করে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারলে আমরা আর্থিকভাবে আরো বেশি স্বাবলম্বী হতে পারতাম"

সবজিখ্যাত নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার মেহেরকান্দি গ্রামে বসবাস করেন কাশেম। পিতা আঃ মালেক মৃধা এবং মাতা আনোয়ারা বেগমের হাত ধরেই সবজি চাষে হাতেখড়ি কাশেমের। পারিবারিক দৈন্যতার কারণে ৫ম শ্রেণিতেই পাঠ চুকাতে হয়েছে তার। এক ছেলে এবং দুই মেয়ে সন্তানের বাবা কাশেম কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। তার পারিবারিক সচ্ছলতা মানে খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকা বলতে যা বুঝায়।

দেশব্যাপি দারিদ্র্যবিমোচনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কাজ শুরুর সাথে সাথেই মেহেরকান্দি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যভুক্ত হয়ে যান কাশেম এবং প্রকল্পের নিয়ম মোতাবেক সঞ্চয় জমাতে থাকেন। দুই বছরে সমিতির মূলধন দাঁড়ায় ৮.৩০ লক্ষ টাকা। সমিতির সদস্যদের সম্মতিক্রমে ১ম দফায় ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এক একর বর্গা জমিতে শিমের আবাদ করেন। শিমের মাচার নিচে এবং চারপাশে অন্যান্য সাথী সবজির আবাদ করেন। শিম এবং অন্যান্য সবজি বিক্রি করে তিনি ৪৫ হাজার টাকা আয় করেন, যা দিয়ে তিনি সংসার পরিচালনা করেন এবং ঋণ পরিশোধ করেন। ২য় বার ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে দুই একর জমি লীজ নিয়ে কাকরোল চাষ করেছেন যা বিক্রি করে সকল খরচাদি বাদে লক্ষাধিক টাকা আয় আসবে তার।

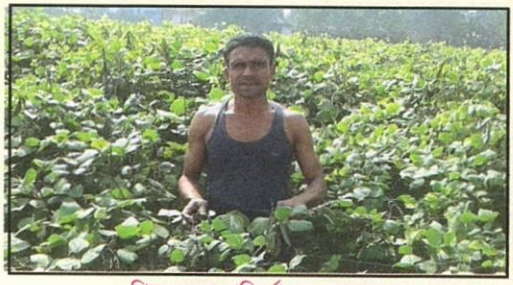

শিম ক্ষেতে পরিচর্যা করছেন কাশেম

প্রকল্পভুক্ত সমিতির সদস্য হয়ে তার ভাগ্য খুলে গেছে বলে জানান কাশেম। তার বড় মেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ছোট মেয়ে ২য় এবং ছেলে ১ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। পরিবারের সকল প্রকার চাহিদা পূরণে সক্ষম কাশেম বলেন, "উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজারমূল্য পেলে দেড়গুণ লাভ হতো। বাজারে সবজি নিয়ে গেলে সবজি পাইকাররা সিন্ডিকেট করে ইচ্ছেমতো দাম দেয়। আমাদের কিছু করার থাকেনা। তাই সমিতি বা প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের উৎপাদিত ফসলাদি বিক্রি করে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারলে আমরা আর্থিকভাবে আরো বেশি স্বাবলম্বী হতে পারতাম।" কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহকারীদের বিপনণব্যবস্থা অনুকূলে থাকলে জাতীয়ভাবে তাঁদের ভাগ্যোন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হতো।

মেহেরকান্দি গ্রামের আবুল কাশেম মৃধাকে অণুসরণ করে সমিতির অনেকেই এখন শিম চাষ করছেন। তিনি এখন এলাকার অনুসরণীয় ব্যক্তি। সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন কাশেম এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী এবং সুখি মানুষ।

উপজেলা সমন্বয়কারী
রায়পুরা উপজেলা, নরসিংদী
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

উত্তম চর্চার প্রতিফলন
ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল, উঠান বৈঠক ও নারীর ক্ষমতায়ন

পরনির্ভরতার হাত থেকে নিজেকে স্বয়ম্ভর করার অনন্য উপায় ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি। পুঁজির সুষ্ঠু ব্যবহারে উৎপাদনমুখি খামার সৃজনের প্রধান উপাত্ত প্রয়োগিক জ্ঞান, যা উঠান বৈঠকে প্রশিক্ষণ এবং একে অপরের সাথে মতবিনিময়ে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পারিবারিক বলয়ে গড়ে উঠা খামার ব্যবস্থাপনায় নারীর সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ তাঁকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করে। এছাড়া সামাজিক সমস্যাসমূহ মোকাবিলায় নারী নেতৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ সমাজে অনুকূল অবস্থা ফিরে আসতে শুরু করছে।

ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল-

- দরিদ্র মানুষ মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।
- নিজ বাড়িতে বসে সাধ্যানুযায়ী সঞ্চয় করার এ সুযোগ অনেকের মধ্যেই অভ্যাসে পরিণত হয়ে উঠছে।
- সঞ্চিত তহবিল পারিবারিক যে কোন জরুরি প্রয়োজন এবং ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার কাজে ব্যয় করছেন।
- এমন সৃষ্ট সঞ্চয় নিজেকে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলছে যা স্থায়ী দারিদ্র্যবিমোচনের চলমান প্রস্তুতির অংশ।

উঠান বৈঠক-

- নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক তীর্থভূমি উঠান বৈঠক।
- নির্দিষ্ট দিনে সদস্যগণ একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে মতবিনিময়ের সুযোগ পান।
- একে অপরের ভালো-মন্দ খোঁজ-খবর নেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন এবং গ্রহণ করেন।
- এমন বৈঠকে রিসোর্স পারসনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি উৎপাদনমুখি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
- সামাজিক সমস্যাসমূহ দূরীকরণে ঐক্যবদ্ধভাবে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় ।

নারীর ক্ষমতায়ন-

- উপকারভোগীদের সমন্বয়ে আয়োজিত উঠান বৈঠকে নারী নেতৃত্ব তাদের ক্ষমতায়নে উদ্বুদ্ধ করে।
- পারিবারিক বলয়ে উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করে উদ্বৃত্ত অর্থ জমিয়ে নিজের হাতে খরচ করার মধ্য দিয়ে নারীর স্বাধীনতার গোড়াপত্তন ঘটে।
- সিদ্ধান্ত প্রদান এবং বাস্তবায়নের সুযোগ ঘটায় নারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।
- উঠান বৈঠকে নেতৃত্ব প্রদানের কারণে পারিবারিক যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রদান ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হয় ।

---- বার্তা ডেস্ক

আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধী হোসেন আলী

"অন্যের করুণা প্রত্যাশী হোসেন আলী এখন আত্মকর্মসংস্থানে বলীয়ান এক উপার্জনক্ষম মানুষ। পরিবারের প্রতি এ আর্থিক যোগান হোসেন আলীকে প্রতিবন্ধীত্ব আর দুর্বল করতে পারছে না"

রাজশাহীর তানোর উপজেলার লালপুর গ্রামের শারীরিক প্রতিবন্ধী মোঃ হোসেন আলী। চলাফেরার প্রতিবন্ধকতা নিয়েই এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করতেন। যৎসামান্য উপার্জিত অর্থে পরিবারের সহায়তা করতে না পারলেও নিজেরটা কোন মতে চলে যেতো। বাবা আঃ রাজ্জাক এবং মা হাজেরা বিবির উপার্জন ক্ষমতা কমে আসলে হোসেন আলীর পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা বেড়ে যায় কিন্তু তিনি অন্য সাধারণ মানুষের মতো নয় বলেই অনটন তাকে চারদিক থেকেই ঘিরে ধরে। জীবনের চলমান এ পথে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সাথে তার যোগাযোগ হয় এবং সঠিক নিয়মকানুন সর্ম্পকে অবহিত হয়ে লালপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হন। নিয়ম মোতাবেক মাসিক ২০০ টাকা করে সঞ্চয় জমাতে থাকেন এবং এক সময় সমিতির জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর প্রকল্পের দেয় কল্যাণ অনুদান এবং আবর্তক তহবিল মিলে সমিতির নিজস্ব তহবিল গড়ে উঠে। তার প্রতি সদস্যদের মানবিক সহানুভূতি এবং ভালোবাসা ছিল। শুরুতেই তাকে ৪ হাজার টাকা ঋণ দিয়ে লালপুর বাজারে পান-বিড়ি ও চা-বিস্কুটের দোকানের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। সকলের সহযোগিতায় শুরুটা বেশ ভালই হলো। যথা সময়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করে ৮ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে দোকানের কলেবর বৃদ্ধি করলেন, এখন দৈনিক তার সকল খরচ বাদে ২০০-২৫০ টাকা লাভ হয়। তৃতীয় বারে ১৩ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটা দোকান ক্রয় করে নিজের দোকানে ব্যবসা সাজিয়েছেন। সামাজিকভাবেও তিনি পিছিয়ে থাকায় বিয়ে করার হারানো সাহস ফিরে পেয়েছেন। সম্প্রতি বিয়ে করেছেন হোসেন আলী। অন্যের করুণা প্রত্যাশী হোসেন আলী এখন আত্মকর্মসংস্থানে বলীয়ান এক উপার্জনক্ষম মানুষ। পরিবারের প্রতি এ আর্থিক যোগান হোসেন আলীকে প্রতিবন্ধীত্ব আর দুর্বল করতে পারছে না। তিনি এখন অন্য দশজনের মতো সমাজের এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বাবলম্বী মানুষ। অন্যের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে ভরা জীবনে এখন সম্মান নিয়ে এসেছে। এলাকার সকলেই এখন তার খোঁজ-খবর নেয়। টিনের ছাউনি আর মাটির দেয়াল ঘেরা বাড়ি তৈরি করেছেন। যেখানে মা-বাবা আর স্ত্রীকে নিয়ে সুখে দিনাতিপাত করছেন হোসেন আলী। প্রতিবন্ধী জীবনের সাথে সম্মানটুকুও হারিয়ে গিয়েছিলো তার, যা এখন তিনি ফিরে পেয়েছেন। জীবনের গল্প শোনাতে গিয়ে হোসেন আলী বলেন, "কেউ আমার সাথে মিশতো না, অন্যদের মতো কাজ করতে পারতাম না বলে সবসময় গালাগালি শুনতে

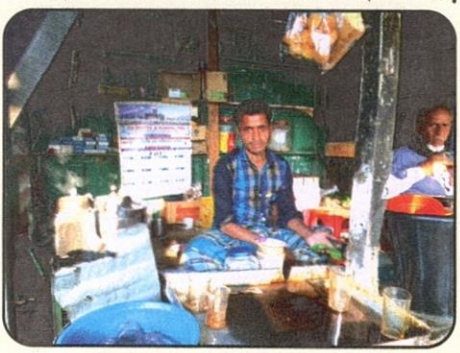

নিজ দোকানে প্রতিবন্ধী হোসেন আলী

হতো। যারা এক সময় কথা বলতো না এখন তারা আমার দোকানে এসে চা-বিস্কুট-পান খায়, আমার ভাল মন্দ খোঁজ খবর নেয়। এটাই আমার সবচেয়ে বড় আনন্দের। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কারণেই আমি অন্য দশজনের মতো সমাজে এখন প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছি।"

সমাজের এমন প্রতিবন্ধীদের জন্য আমাদের প্রতিবন্ধী মনের জানালা খুলে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, হোসেন আলী তো আমাদেরই সমাজের একজন। আমাদের সকলের একটু সহানুভূতি সমাজে তাদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার পথ সুগম করবে।

উপজেলা সমন্বয়কারী
তানোরা উপজেলা, রাজশাহী
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

চপলা এখন সুখে আছেন

"অনেক কষ্ট করে সংসার চালিয়েছি। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে যোগদানের পরে একটু একটু করে সুখের মুখ দেখছি। ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা করছে। আমি এখন বেশ সুখে আছি"

নিজের উপার্জন এবং খরচ করতে পারার স্বাধীনতাই তাঁকে বড় সুখ এনে দিয়েছে। দিনমুজুর গোপাল চন্দ্র পালের স্ত্রী চপলা রানী পাল। বংশ পরাম্পরায় মাটির বাসনপত্র তৈরি করলেও তাদের আর্থিক দৈন্যতায় অন্যের বাড়িতে কাজ করতে হতো চপলাকে। খুলনা জেলার রূপসা উপজেলাধীন নৈহাটী ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা চপলা রানী। এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে অভাবের সংসারে টানাপোড়েন লেগেই থাকতো। বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করলেও সচ্ছলতা ফিরে আসেনি তার জীবনে। ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে গ্রামে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প কাজ শুরু করে। ০১ জুলাই, ২০১১ তারিখে তিনি সমিতির সদস্যপদ লাভ করে সমিতির নিয়ম মোতাবেক ২০০ টাকা করে মাসিক সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। এক বছর সঞ্চয় জমার পরেই সমিতি থেকে ৮ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিজের বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী মিলে মাটির পাত্র তৈরি করা শুরু করেন। নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে সংসার পরিচালনা এবং ঋণ পরিশোধ দু'টোই যথাযথভাবে চলে আসছে।

মাটির বাসন তৈরি করছেন চপলা রানী

দ্বিতীয়বারে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মাটির বাসনপত্র উৎপাদনের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেন। বিশেষ করে তাঁর তৈরি দই এর পাত্রের চাহিদা এবং বিক্রি বেশি হওয়ায় চপলার সংসারে দ্রুতই স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা করছে। নিজেদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না পাওয়ার কষ্টটা ছেলেমেয়েকে শিক্ষিত করে ভুলতে চাচ্ছেন চপলা এবং গোপাল চন্দ্র। নিজেই উপার্জন করে নিজেই ব্যয় করা এবং পরিবারের নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নিজের সক্রিয় ভূমিকা থাকায়

তিনি নিজেকে বেশ স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী মনে করছেন।

পূর্বের গৃহীত ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করে ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় মূলধন বৃদ্ধি করে ব্যবসার পরিধি বাড়িয়েছেন। এখন তিনি ২/১ জন লোকের কর্মসংস্থানও করছেন। বর্তমানে চপলা রানী আর্থিকভাবে অনেকটাই সচ্ছল যা তার সংসার পরিচালনায় ইতিবাচক প্রভাবে পড়েছে। জীবনের এ পরিবর্তনের কথা জানতে চাইলে চপলা বলেন, "অনেক কষ্ট করে সংসার চালিয়েছি। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে যোগদানের পরে একটু একটু করে সুখের মুখ দেখছি। ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা করছে। আমি এখন বেশ সুখে আছি।"

সহকর্মীদের আন্তরিক কর্মতৎপরতা চলমান রাখার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণো স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধ পরিকর।

উপজেলা সমন্বয়কারী
রূপসা উপজেলা, খুলনা
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন উন্নয়নকে তরান্বিত করে

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা দারিদ্র্যবিমোচনে বড় অন্তরায় -

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার দুর্গম চরাঞ্চল হাটবাড়ি গ্রাম। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং নদী ভাঙ্গনের কারণে বার বার স্থানান্তরিত জীবন যাপনে উন্নয়নের তেমন কোন ছোঁয়া লাগেনি বললেই চলে। তবে জাতীয় উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় তাঁদেরও জীবনমান পাল্টেছে বেশ। তিনবেলা খাওয়া-পরা আর মাথা গোঁজার সংকট না থাকলেও শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য বিশেষ মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে যথেষ্ট পিছিয়ে তাঁরা। সুবিধাবঞ্চিত এ জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে দাঁড় করাতে সিএলপি (চর লাইভলিহুড প্রোগ্রাম) একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, যার মেয়াদ দু'বছর পূর্বে শেষ হয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পরনির্ভরতা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন তাঁরা। নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে বহুমুখি আয়বর্ধক কাজের মধ্য দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদনমুখি একটি চলমান কৃষিব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা চরাঞ্চলের এ মানুষগুলো। একটি পিছিয়ে থাকা প্রত্যন্ত অঞ্চলের সামগ্রীক উন্নয়নের প্রধান অনুসঙ্গই হলো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, যা এ চরাঞ্চলের মানুষের জীবনে প্রায় অনুপস্থিত বলা যায়। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পেতে সর্বোচ্চ উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের একমাত্র উপায় ভরা বর্ষা মৌসুমে ইঞ্জিনচালিত নৌকা আর শুকনা মৌসুমে শুকিয়ে যাওয়া যমুনায় দু'টি খেয়া পার হয়ে তপ্ত বালুর দিগন্ত মাঠ পায়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছা। বর্ষার পানিতে ফুলে-ফেঁপে উঠা যমুনা পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছা এ অঞ্চলের মানুষের জন্য রীতিমতো এক ভাগ্যপরীক্ষা। নদীর পাড়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরে হয়তো একটি শ্যালো নৌকার দেখা মেলে; তা নাহলে কখনও গন্তব্যে পৌঁছানোই হয়না। শুষ্ক মৌসুমে প্রধান উৎপাদিত ফসল ভুট্টার উপরই নির্ভরশীল সবাই, এছাড়া অন্যান্য রবিশস্যেরও (মিষ্টিকুমড়া, বাদাম, মাসকলাই, মরিচ ইত্যাদি) চাষ হয়। শ্রমঘন উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রকৃত ভূমি আর চরাঞ্চলের মধ্যে তেমন পার্থক্য না থাকলেও অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে নিম্নমুখি বাজারমূল্য অর্থনৈতিকভাবে তাদের অনেকটাই পিছিয়ে রাখছে। বছরের

একটি নির্দিষ্ট সময়ে এ উৎপাদন ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ থাকায় যোগাযোগ সংকট এবং ডাকাতির ভয়ে ঘরে মজুদ করে রাখা অনিরাপদ হওয়ায় ফসল তুলেই স্থানীয়ভাবে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দিতে হয়। তাদের উৎপাদিত ফসলের বিপণন ব্যবস্থা অনুকূলে থাকলে তারা আরও বেশি লাভবান হতেন বলে জানান।

চরাঞ্চল সফরে প্রকল্প পরিচালক -

দেশের চলমান অগ্রযাত্রায় পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামনের দিকে তুলে আনার দৃঢ় প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহুমুখি দরিদ্রবান্ধব উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' অন্যতম। প্রকল্পের সাঘাটা উপজেলার মাধ্যমে যমুনার বিছিন্ন চরাঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১০টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত এ উপজেলার ৫টি ইউনিয়নই চরবেষ্টিত। যেখানে প্রকল্পের ১১টি সমিতি গঠন সম্ভব হয়েছে, কিন্তু প্রতিনিয়ত নদীভাঙ্গনের কবলে পড়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই নিশ্চিত করতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে সদস্যরা। চলমান এ অবস্থা প্রত্যক্ষকরণ এবং চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রকল্পভুক্তির মাধ্যমে তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে বহুমুখি করণীয় উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে ১১/৮/২০১৮ তারিখে হাটবাড়ির এ চরাঞ্চল সফর করেন একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত সচিব আকবর হোসেন; সফরসঙ্গী ছিলেন সাঘাটা উপজেলার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সহকর্মীবৃন্দ, আরডিএ বগুড়া এবং বেসরকারী সংস্থা এসকেএস এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঐক্যবদ্ধ নারী ক্ষমতায়নে বাক্স সমিতির ভূমিকা -

সাঘাটার এ নদীভাঙ্গন তীরবর্তী কালুরচর গ্রামে গত দু'বছর যাবৎ মহিলারা স্ব-উদ্যোগে একটি 'বাক্স সমিতি' পরিচলনা করছেন । সমিতির নামটির সাথে কাজের মহতী উদ্দেশ্য ধরা না পড়লেও বাস্তবে এটি নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজোন্নয়নে এক শিক্ষণীয় আলোকবর্তিকা; যা স্ব-শিক্ষিত এ চরাঞ্চলের মহিলাদের একান্তই নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত উদ্ভাবন। ৩২ জন মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত এ সমিতির স্ব-নির্ধারণী কর্মপন্থা হলো প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রতি সদস্য ২০০ টাকা করে জমা করেন, যা একটি ছোট টিনের বাক্সে রক্ষিত থাকে। বাক্সটির তিন দিকে তিনটি তালা লাগানোর ব্যবস্থা রয়েছে যার চাবি নির্দিষ্ট ৩ জন সদস্যের কাছে গচ্ছিত থাকে। বাক্সের মধ্যে তিন রঙের (সবুজ,

হলুদ আর নীল) তিনটি কাপড়ের থলে রয়েছে এ থলে তিনটিতে জমাকৃত টাকা ৩ ভাগে রাখা হয়। এক- আয়বর্ধক উৎপাদনে বিনিয়োগের জন্য, দুই-বিপদ আপদে তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য, তিন-আনন্দ উৎসবে খরচের জন্য।

হলুদ রঙের থলের টাকা সদস্যদের উৎপাদনশীল কাজে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয় যা প্রতি মাসে হাজার প্রতি ৫০ টাকা করে মুনাফসহ ৩ মাসের মধ্যেই পরিশোধ করে দেন। সুবজ রঙের থলেতে রক্ষিত টাকা সদস্য পরিবারের বিপদ-আপদে তাৎক্ষণিকভাবে ধার হিসেবে নিতে পারে আর নীল রঙের থলের টাকা নিজেদের সমিতির উদ্যোগে যে কোন আনন্দ উৎসবে খরচ করার জন্য। আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা উৎসবে সমন্বিতভাবে গরু কুরবানী দেওয়ার জন্য জনপ্রতি ১ হাজার টাকা করে চাঁদার জমাকৃত ২৫ হাজার টাকা দেখালেন আমাদের। সমিতির নিয়ম মোতাবেক বছর শেষে মুনাফাসহ সকল টাকা সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় এবং নতুন করে আবার শুরু হয় বাক্স সমিতির সঞ্চয়যাত্রা।

নতুন ধারণা জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে -

বিষয়টির গঠন ও কর্মশৈলির বাস্তব রূপ উপস্থিত সকলকে আকৃষ্ট করলেও এর পশ্চাতে রয়েছে জাতীয় চেতনায় দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের এক দৃশ্যমান বাস্তবায়ন। নারীর স্বাধীনতা এবং ক্ষমতায়ন ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের আলোকে নানাভাবে সংগায়িত হলেও আমার ধারণামতে নারীর অর্থ উপার্জনের সক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিশ্চয়তাবিধান করতে পারলেই নারী স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত হয়। সাঘাটার দুর্গম চরের স্বশিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাদের উপর্জিত অর্থ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই এ চিত্র ফুটে উঠেছে, যা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতজনদের জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

৩ সংখ্যাটির কাকতালীয় সমন্বয় -

সমিতির সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৈরি বাক্সের ৩টি তালার চাবি ৩ জনের কাছে রাখার মধ্যদিয়ে যেমন নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস করেছে। তেমনি টাকার আনুপাতিক হারে ৩ রঙের থলের মধ্যে টাকা জমার বিষয়টিও তাদের প্রয়োজনে অর্থ সরবরাহ সুনিশ্চিত করেছে। তাছাড়া ৩ মাসের মধ্যে ঋণ ফেরৎ দিয়ে সর্বোচ্চ মুনাফার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন যা নিজেরাই প্রাপ্য হবেন। সমিতির সামগ্রীক কর্মযজ্ঞকে কাকতালীয়ভাবে ৩ সংখ্যাটিকে মহিমান্বিত করে তুলেছে।

যমুনা চরের এ দুর্গমাঞ্চলে প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের সফরসঙ্গী হয়ে ব্যতিক্রমী এ বাক্স সমিতি এবং এর উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময়ের দুর্লভ সুযোগলাভে নিজের জানার অপূর্ণতা কিছুটা হলেও পূর্ণ হয়েছে।

আশা করছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের স্রোতধারায় এমন নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আমরা সফল হবো।

প্রভাস চন্দ্র দাস
সিনিয়র কন্সালটেন্ট
ট্রেনিং এন্ড মনিটরিং
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

আলোকচিত্রে প্রকল্পের কর্মসূচি ঃ

মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ৩০ আগস্ট, ২০১৮ এ অনুষ্ঠিত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভা।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শনে বগুড়ার শেরপুরে সদস্যের বাড়িতে আরডিএ'র সহায়তায় দেশি মুরগীপালন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত সচিব আকবর হোসেন।

জয়পুরহাট যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যগণ

আলোকচিত্রে প্রকল্পের কর্মসূচি ঃ

নারায়ণগঞ্জ যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যগণ

সদ্য যোগদানকৃত প্রকল্পের কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাব সহকারীদের নিয়ে ১০ আগস্ট, ২০১৮ এ বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

২১ সেপ্টেম্বর,২০১৮ তারিখে প্রকল্পের দোহার উপজেলার দক্ষিণ চরকুশাই গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যের এজেন্ট ব্যাংকিং "পল্লী লেনদেন" এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সম্মানিত পরিচালক সাবেক সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম খান এবং প্রকল্প পরিচালক ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অতিরিক্ত সচিব আকবর হোসেন।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
ও
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বাস্তবায়নে আমাদের সাত সংকল্প

১. আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করি এবং একটি অসাম্প্রদায়িক শোষণমুক্ত সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে কাজ করি।

২. আমরা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠনে বিশ্বাস করি এবং প্রতিদিন সঞ্চয় করি।

৩. আমরা সত্য বলি এবং দুর্নীতি থেকে বিরত থাকি।

৪. আমরা পরিবার ছোট রাখি, কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেই না এবং যৌতুক নেই না।

৫. আমরা ছেলে হোক মেয়ে হোক, প্রত্যেকের শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করি।

৬. আমরা বন, বন্যপ্রাণী, পশু-পাখি, নদ-নদী, হাওর- বাঁওড় ও খাল-বিল সংরক্ষণে কাজ করি এবং নিয়মিত বৃক্ষরোপণ করি।

৭. আমরা কৃষিতে জৈব পদ্ধতি ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করি এবং প্রতি বাড়িতে খামার গড়ি।

প্রকাশনায় ঃ

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
প্রবাসী কল্যাণ ভবন , ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৩৫৯০৮৩ ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৩৪৮২০৬
ই-মেইল ঃ headoffice@ebek-rdcd.gov.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.ebek-rdcd.gov.bd

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর-২০১৮